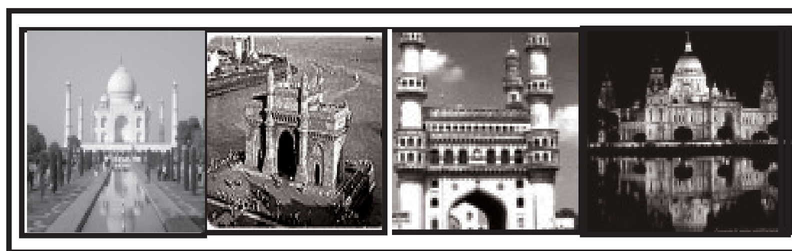

স্বদেশ দর্পণ

২০০ মিটারের মধ্যে ৪০ টি গর্ত! বর্ষায় কঙ্কালসার দশা রাস্তার

বেঙ্গালুরু, ২৫ জুলাই।। সামান্য বৃষ্টি হোক কিংবা বর্ষার অঝোর ধারা। বৃষ্টি শেষে রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ে আমাদের রাজ্যে। জায়গায় জায়গায় তৈরি হয় খানাখন্দ। সেই খানাখন্দের মধ্যে দিয়ে চলে ঝুঁকির যাতায়াত। এবার সম্প্রতি বিজেপি শাসিত বেঙ্গালুরু রাজ্যের একটি জায়গার রাস্তার কঙ্কালসার দশা ফুটে উঠল। এক তরুণী বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় এই রাস্তার ভিডিও করেন। সেই ভিডিও টুইটারে পোস্ট করে তিনি লেখেন "২০০ মিটারের রাস্তায় ৪০ টি গর্ত!"ভিডিওটি পোস্ট করার সাথে সাথে ভাইরাল হয়ে গেছে। নেটিজেনরা জানিয়েছেন, বর্ষার বৃষ্টির ফলে বেঙ্গালুরুর রাস্তার কঙ্কালসার বিকৃত চেহারা বেরিয়ে পড়েছে।গত বৃহস্পতিবার টুইটারে এই ভিডিওটি পোস্ট করেন এক তরুণী। এর সাথে তিনি বর্ণনা করেন তার "বাইক স্পোর্টস" এর অভিজ্ঞতার কথা। তিনি লিখেন, "২০০ মিটারের রাস্তায় ৪০ টি গর্ত! বেঙ্গালুরু পুর নিগমের কমিশনার আপনি কি কোন মন্তব্য করতে চান?"এর সাথে সাথেই ভিডিওটি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়।১৪ সেকেন্ডের এই ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে খানাখন্দে ভরা রাস্তা, তার মধ্যে আবার জল জমে আছে। সেই ভাঙ্গা রাস্তার মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে অটো ,গাড়ি, বাইককে।রাস্তাটিতে এতটাই গর্ত যে বারবার হ্যান্ডেল ঘোরাতে হচ্ছে বাইকের। হেঁটে পথ চলা মানুষের অবস্থা আরো দুর্বিসহ।ভিডিওটি দেখে একাংশ দাবি করেছে, ওই তরুণী যে এলাকার ভিডিও পোস্ট করেছেন সেটি হল বেঙ্গালুরুর মারাঠাহাল্লির স্পাইস গার্ডেন লে-আউটের কাছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে এই রাস্তাটি মেরামত করার জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।মহাদেবাপুরার টাস্ক ফোর্সের তরফে টুইটারে বলা হয়, 'বিষয়টি তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ।'

বিজেপি অ্যাজেন্ডা পূরণ করে গিয়েছেন কোবিন্দ

শ্রীনগর, ২৫ জুলাই।। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে এক হাত নিয়েছেন।দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে তিনি কার্যত বিজেপি সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। দেশের রাষ্ট্রপতি , রাজ্যের রাজ্যপাল, দেশের প্রধানমন্ত্রী সবসময় নিরপেক্ষ থাকবেন। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। মেহবুবা মুফতি বলছেন তেমনটা হয়নি। রামনাথ কোবিন্দ তার সময়কালে সব সময়েই বিজেপির সমস্ত এজেন্ডা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন।সোমবার মেহবুবা মুফতি বিদায়ী রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে আক্রমণ করে বলেছেন যে তিনি ভারতীয় সংবিধানের মূল্যে বিজেপির রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণ করেছেন। তাঁর কথায়, 'বিদায়ী রাষ্ট্রপতি এমন সব কাজ করে গিয়েছেন যেখানে ভারতীয় সংবিধানকে বহুবার পদদলিত করা হয়,'। মুফতি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নিন্দা করার সময় ৩৭০ ধারা, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন এবং দেশে 'সংখ্যালঘু ও দলিতদের নির্বিচারে টার্গেট করা' এর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত কোবিন্দ তাঁর বিদায়ী ভাষণেও বিরোধীদের নিশানা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে,মানুষের বিরোধিতা করার এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য চাপ সৃষ্টি করার অধিকার আছে, কিন্তু তাদের পদ্ধতি অবশ্যই গান্ধীবাদী হতে হবে। বেশ কয়েকটি বিষয়ে বিরোধীদের বিক্ষোভের কারণে সংসদীয় কার্যক্রম প্রায়শই ব্যাহত হয়েছে। কোবিন্দ বলেছেন যে তিনি নিজেকে সর্বদা বৃহত্তর পরিবারের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করতেন, যার মধ্যে সংসদ সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে কোনও পরিবারের মতো তাদের মাঝে মাঝে মত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত। উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বিদায়ী রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানাতে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এদিকে দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে তাঁক শপথ বাক্য পাঠ করান দেশের প্রধানবিচারপতি। তাঁর আগে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন রামনাথ কোবিন্দ এবং তাঁর স্ত্রী। এই প্রথম দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক পদে বসলেন কোনও রাষ্ট্রপতি পদে বসলেন কোনও আদিবাসী নেত্রী।দ্রৌপদী মুর্মুর সামান্য স্কুল শিক্ষিকা থেকে রাইসিনা হিলসে যাওয়ার পথটা মোটেই সুখকর ছিল না। এই পথ অতিক্রম করতে যেমন উৎসাহ পেয়েছেন, ঠিক তেমনই পরিবারের একাধিক খুব কাছের সদস্যদের দ্রৌপদী মুর্মু হারিয়েছেন খুব কম সময়ের ব্যবধানে।দেশে স্বাধীন হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে একের পর এক ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন হয়েছে। কিন্তু সাঁওতালদের ক্ষেত্রে তা অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে। সাঁওতালরা বাংলা, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড, দেশের এই তিন রাজ্যে বসবাস করেন। যখন তাঁরা ওড়িশায় থাকেন তখন ওড়িয়া, যখন বাংলায় থাকেন বাঙালি। এক্ষেত্রে তিনি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার একজন সাঁওতাল। দ্রৌপদী মুর্মুর প্রয়াত স্বামী শ্যামচরণ মুর্মু একটি ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান ইতিশ্রী মুর্মু ভুবনেশ্বরের একটি ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। অন্যদিকে তাঁর দুই ছেলে মারা যান ২০০৯ ও ২০১২ সালে মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হিসেবে কাজ শুরুর পরে তিনি সেচ বিভাগে জুনিয়র সহকারীর কাজ করেছেন। তাঁর বাবা ও দাদা উভয়েই পঞ্চায়েতে গ্রামপ্রধান ছিলেন। দ্রৌপদী মুর্মু ১৯৯৭ সালে রায়রাংপুর পুরসভার সদস্য হন। পরে তিনি সেই পুরসভারই চেয়ারপার্সন হয়েছিলেন।

বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে জিএসটি বৃদ্ধি মোদী সরকারকে নিশানা চিদাম্বরমের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই।। বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের ওপরে জিএসটি বৃদ্ধি নিয়ে মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম। প্রসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের ওপরে জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের ওপরে জিএসটি বৃদ্ধি নিয়ে টুইটে কটাক্ষ করে চিদাম্বরম বলেছেন, এটা মনে হচ্ছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করা যায়। অনেকটা আমাদের ফেলে আসা দিনগুলিকে চিন্তা করার মতো।বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলি যেসব বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে, তার ওপরে জিএসটি ১২ থেকে বাড়িয়ে ১৬ শতাংশ করা হয়েছে।প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গত কেন্দ্রীয় বাজেটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমানোর কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, বাজেট বরাদ্দ ৩.৯ শতাংশ কমানো নিষ্ঠুর কাজ। তিনি বলেছেন, সরকার সম্ভবত বিশ্বাস করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আরোহন করা যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে। তিনি আরও কটাক্ষ করে বলেছেন বিষয়টি আমাদের অতীতকে নতুন করে কল্পনা করার মতোই হয়ে উঠেছে। এবার বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে প্যাকেট জাত বেশ কয়েকটি খাবারের জিএসটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আটা, দই, ডাল, চাল, ময়দা, সুজি, লস্যি মতো প্যাকেটজাত জিনিসের ওপরে ৫ শতাংশ করে জিএসটি লাগু করা হয়েছে। তবে এই সব পণ্য খোলা বিক্রির ক্ষেত্রে জিএসটি লাগবে না। এই বৃদ্ধি নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস। তারা বলছে, গরিবদের কি প্যাকেটজাত পণ্য কেনার ইচ্ছা করা উচিত নয়? জিএসটি বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনার দাবি তোলায় পণ্ড হয়েছে সংসদের অধিবেশন। বিরোধীদের তোপের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, বিরোধীরা ভুল ধারণা ছড়াচ্ছে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, কর ফাঁকি রুখতে শুধুমাত্র প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্যে ৫ শতাংশ জিএসটি চাপানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়েছে, বিরোধীরা দায় কেন্দ্রের ওপরে চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কেরলের মতো অবিজেপি রাজ্যগুলির প্রতিনিধি কিংবা অর্থমন্ত্রীরা এব্যাপারে সায় দিয়েছেন। সবার ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।বিরোধীরা জিএসটি নিয়ে সংসদে আলোচনা চাইলেও সরকার তাতে নারাজ। অন্যদিকে সরকার কেন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। তারা বলছে, বিরোধী আসনে থাকার সময় এই মোদীই মূল্যবৃদ্ধিকে হাতিয়ার করেছিলেন। আর এখন সেই আলোচনা যাতে না হয়, আর কটূ শব্দ শুনতে যাতে না হয়, তার জন্য বিরোধীদের চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বহরমপুর থানা, রক্তাক্ত তিন পুলিশ কর্মী

কলকাতা, ২৫ জুলাই।। বহরমপুরে থানার মধ্যে তীব্র বিস্ফোরণ। ঘটনায় আহত হয়েছেন তিন পুলিশকর্মী। তাঁদের মধ্যে একজন এসআই, একজন এএসআই এবং একজন কনস্টেবল। ইতিমধ্যেই রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদর উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাঁরা। একের পর এক বিস্ফোরণ। ভীষণ তীব্র তার শব্দ। মুর্শিদাবাদ থানার মালখানায় ভেতরে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশপাশের এলাকা একেবারে কেঁপে উঠেছিল। তিন পুলিশ কর্মী ছিটকে পড়েন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আহত এসআই কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী ছাড়াও রয়েছেন একজন এএসআই ও এক কনস্টেবল। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার কে সবরি রাজকুমার। দুপুর ১টা নাগাদ বিস্ফোরণটি ঘটে। সেসময় থানায় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ছিলেন। হঠাৎই থানার দোতলার ঘরে তীব্র শব্দ শোনা যায়। তার পরেই ধোঁয়া বেরোতে দেখেন সকলে। একতলায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা ওপরে ছুটে যান। তাঁরা সেখানে গিয়ে, তিন পুলিশকর্মী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। আর ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা ঘর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান মালখানা রাখা ব্যাটারি ফেটেই বিস্ফোরণ হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা যে পরিমাণ এত একে সাধারণ ধরা ঠিক হবে না বলে মনে করছেন পুলিশ কর্মীরা। থানার অন্যান্য কর্মীদের দাবি বাজেয়াপ্ত করা বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে ব্যাটারি ছিল। সেই ব্যাটারি ফেটেই বিস্ফোরণ হয়েছে। টাওয়ারর ব্যাটারি ফেটেই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে জানিয়েছেন আহত এএসআই। তবে এর নেপথ্যে অন্য কোনও ঘটনা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে। ইতিমধ্যেই পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারা এই ঘটনার খোঁজ খবর শুরু করে দিয়েছে। থানার মধ্যে এত বড় মাপের বিস্ফোরণ কীভাবে হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রাতের অন্ধকারে 'সরানো হল' কেজরিওয়ালের পোস্টার

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই।। সরকারি অনুষ্ঠান নিয়ে ফের সংঘাতে দিল্লি সরকার এবং বিজেপি। একেবারে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের দিকে আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকারি অনুষ্ঠান হাইজ্যাক করার অভিযোগ তুলে সরব এবার আম আদমি পার্টি। নয়াদিল্লির আসলা অভয়ারণ্যে একটি সরকারি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ছিল মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। অভিযোগ অনুষ্ঠানের আগের রাতেই দিল্লি পুলিশ অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি সম্বলিত পোস্টার টাঙিয়ে দেয়। দিল্লি সরকারের এবং মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ছবি দেওয়া পোস্টার নামিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে আজ সাংবাদিক বৈঠক করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই। গোপাল রাইয়ের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী মোদির ছবি সম্বলিত ব্যানারটি যাতে ছোঁয়া না হয় তার জন্য কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। তিনি বলেন, 'রাতে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছয় দিল্লি পুলিশ এবং সেই জায়গার দখল নিয়ে নেয়। জোর করে তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি দেওয়া ব্যানার লাগিয়ে দিয়েছে। আপ সরকারের ব্যানার খুলে ফেলা হয়েছে।' খবর পেয়েই এই অনুষ্ঠানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং গোপাল রাই। তিনি বলেছেন, 'কেজরিওয়াল সরকারের একটি অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী মোদির রাজনৈতিক কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে।' এর আগে দিল্লি সরকারের মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করা হয়। সে প্রসঙ্গ তুলে ধরে গোপাল রায় বলেন এবার উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসদিয়াকে গ্রেফতার করার চক্রান্ত করছে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকার। গোপাল রাই আরও বলেন, 'আমাদের সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভুয়ো অভিযোগে সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবার উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেফতারের চক্রান্ত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গাপুর যাওয়ার ছিল। যদিও সেই ফাইল আটকে দেওয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, 'পুলিশের দায়িত্ব জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রী মোদির ব্যানার লাগানো নয়।' এই ঘটনার পর আসলা অভয়ারণ্যের সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং গোপাল রাই।

গান্ধীর সময় দেশের জন্য রাজনীতি হত এখন ক্ষমতার জন্য! বেফাঁস নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই।। 'মহাত্মা গান্ধীর সময় রাজনীতি কেবলমাত্র দেশ, সমাজ এবং উন্নয়নের জন্য করা হত, তবে বর্তমানে তা কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের জন্যই করা হয়ে চলেছে'। গত শনিবার এক অনুষ্ঠান চলাকালীন এহেন বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। এখানেই না থেমে পরবর্তীতে তিনি বলেন, "মাঝেমধ্যে মনে হয় রাজনীতি ছেড়ে দিই।" আর তাঁর এই মন্তব্যের পড়েই শুরু হয়ে গিয়েছে একাধিক জল্পনা। তবে কি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? একইসঙ্গে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হয় যে, সম্ভবত বিজেপি সরকারের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তবে তাঁর বক্তব্যের পেছনে এখনো পর্যন্ত কোন স্পষ্ট কারণ জানা যায়নি। গতকাল নাগপুরে এক অনুষ্ঠান চলাকালীন নীতিন গড়করি বলেন, "কখনো কখনো মনে হয় রাজনীতি ছেড়ে দিই। কারণ বর্তমানে সমাজের জন্য এমন অনেক কাজ করতে হবে, যা হয়ে উঠছে না।" এরপরেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "গান্ধীর সময় দেশ, সমাজ এবং উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করা হয়ে থাকতো। পরবর্তীতে সেটি একাধিক উন্নয়নমূলক কাজে করা হলেও বর্তমানে কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের জন্যই যেন রাজনীতি করা হয়ে চলেছে।"সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী বলেন, "আজ রাজনীতি কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের জন্য করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বোঝা দরকার যে, রাজনীতি শব্দের মানে কি। এটা সমাজ এবং দেশের উন্নয়নের জন্য করা উচিত। সমাজের জন্য এমন অনেক কাজ আছে, যা করা প্রয়োজন।"উল্লেখ্য, গত শনিবার সমাজকর্মী গিরিশ গান্ধীকে অভিনন্দন জানাতে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হন নীতিন গড়করি। গিরিশ গান্ধী অতীতে এনসিপি দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ২০১৪ সালে দল ত্যাগ করেন এবং বর্তমানে বেশ নামকরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত তিনি।

এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি

IndianOil Assam Oil Bharat Petroleum HP

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লি. (আইওসিএল), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি. (বিপিসিএল) ও হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি. (এইচপিসিএল) ত্রিপুরা-তে নিম্নে নির্দেশিত অবস্থানে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের প্রস্তাব করছে।

ক্রঃ সঃ	অয়েল কোম্পানী	লোকেশন	গ্রাম পঞ্চায়েত	সাব ডিভিশন	ব্লক *	জেলা	শ্রেণী	বাজারের প্রকার- এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর (গ্রামীণ/দুর্গম ক্ষেত্রিয় বিতরক	সিকিউরিটি ডিপজিট (পরিমাণ লাখে)	মার্কেটিং প্ল্যান
১	বিপিসি	আনন্দ সাগর ভিসি এবং খাকচাং ভিসি	আনন্দ সাগর ভিসি এবং খাকচাং ভিসি	কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন	দশদা	নর্থ ত্রিপুরা	এসটি	ডিকেভি	২.০	২০২২-২৩
২	আইওসি	উত্তর লালজুড়ি ভিসি, দক্ষিণ লালজুড়ি ভিসি, উজান মাছমারা ভিসি	উত্তর লালজুড়ি ভিসি, দক্ষিণ লালজুড়ি ভিসি, উজান মাছমারা ভিসি	কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন	লালজুড়ি	নর্থ ত্রিপুরা	ওবিসি	ডিকেভি	৩.০	২০২২-২৩
৩	এইচপিসি	দামছড়া আরএফ ভিসি, মনাছড়া ভিসি, খেদাছড়া ভিসি, কালাগাং সুরকী ভিসি	দামছড়া আরএফ ভিসি, মনাছড়া ভিসি, খেদাছড়া ভিসি, কালাগাং সুরকী ভিসি	পানিসাগর সাব ডিভিশন	দামছড়া	নর্থ ত্রিপুরা	ওপেন (ডব্লু)	ডিকেভি	৪.০	২০২২-২৩
৪	বিপিসি	রাইশ্যাবাড়ি ভিসি, বোয়ালখালী ভিসি, রহিমা ভিসি	রাইশ্যাবাড়ি ভিসি, বোয়ালখালী ভিসি, রহিমা ভিসি	গন্ডাছেরা সাব ডিভিশন	রাইশ্যাবাড়ি	ধলাই	ওপেন (সিসি)	ডিকেভি	৪.০	২০২২-২৩
৫	আইওসি	নালকাটা	নালকাটা এডিসি ভিলেজ	লংথরাইভ্যালী	মনু	ধলাই	ওপেন	ডিকেভি	৪.০	২০১৮-১৯
৬	আইওসি	গন্ধীরামপাড়া	গন্ধীরামপাড়া	কাঞ্চনপুর	দশদা	নর্থ ত্রিপুরা	ওপেন	ডিকেভি	৪.০	২০১৭-১৮

** ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির অর্থ নিম্নরূপ-

ওপেন - মুক্ত শ্রেণী; **এসসি/এসটি** - তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি শ্রেণী; **ওবিসি** - অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী; **এসসি/এসটি (জিপি)** - প্রতিরক্ষা কর্মচারী, কেন্দ্র/রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও কেন্দ্র/রাজ্য সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারী যাঁরা তঃজাঃ/তঃউঃজাঃ শ্রেণীভুক্ত, তাঁদের নিয়ে গঠিত সরকারি কর্মচারীগণ; **ওবিসি (জিপি)** - প্রতিরক্ষা কর্মচারী, কেন্দ্র/রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও কেন্দ্র/রাজ্য সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারী যাঁরা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত, তাঁদের নিয়ে গঠিত সরকারি কর্মচারীগণ; **ওপেন (জিপি)** - প্রতিরক্ষা কর্মচারী, কেন্দ্র/রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও কেন্দ্র/রাজ্য সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারী যাঁরা মুক্ত শ্রেণীভুক্ত, তাঁদের নিয়ে গঠিত সরকারি কর্মচারীগণ; **এসসি/এসটি (পিএইচ)** - তঃজাঃ/তঃউঃজাঃ শ্রেণীভুক্ত শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মচারীদের (দিব্যাঙ্গান) নিয়ে গঠিত শারীরিক প্রতিবন্ধী কর্মচারী শ্রেণী; **ওবিসি (পিএইচ)** - অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মচারীদের (দিব্যাঙ্গান) নিয়ে গঠিত শারীরিক প্রতিবন্ধী কর্মচারী শ্রেণী; **ওপেন (পিএইচ)** - মুক্ত শ্রেণীভুক্ত শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মচারীদের (দিব্যাঙ্গান) নিয়ে গঠিত শারীরিক প্রতিবন্ধী কর্মচারী শ্রেণী; **ওপেন (সিসি)** - মুক্ত শ্রেণীভুক্ত বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে গঠিত সংযুক্ত শ্রেণী; এসসি/এসটি (ডব্লু)-তে তঃজাঃ/তঃউঃজাঃ শ্রেণীভুক্ত মহিলাদের নিয়ে গঠিত মহিলা শ্রেণী; **ওবিসি (ডব্লু)** - অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মহিলাদের নিয়ে গঠিত মহিলা শ্রেণী; **ওপেন (ডব্লু)** - মুক্ত শ্রেণীভুক্ত মহিলাদের নিয়ে গঠিত মহিলা শ্রেণী।

১। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের জন্য যোগ্যতার শর্তাবলী, এলপিজি গোডাউনের জন্য জমির প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো/এলপিজি গোডাউন, শোরুমের জন্য জমি/নির্মিত প্রস্তুত শোরুম, সিলিন্ডার গৃহে বিতরণের জন্য পরিকাঠামো ইত্যাদির বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং মনোনয়ন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ ব্রোশিওরে উল্লিখিত আছে। আইওসিএল, বিপিসিএল ও এইচপিসিএল-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.iocl.com, www.bharatpetroleum.in** ও **www.hindustanpetroleum.com**-এর মধ্যে যে কোন একটি তেল কোম্পানীর ওয়েবসাইট থেকে এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের জন্য এই ব্রোশিওর ডাউনলোড করা যাবে। ব্রোশিওরটি **www.lpgvitarakchayan.in** বা ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে।

২। যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণকারী এবং শেহেরি বিতরক, রারবাণ বিতরক, গ্রামীণ বিতরক বা দুর্গম ক্ষেত্রীয় বিতরক (যেটা প্রযোজ্য) হিসাবে নির্বাচনের জন্য আবেদনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ **www.lpgvitarakchayan.in** ওয়েবসাইটে লগঅন করবেন এবং নিজেদের ওয়েবসাইটে রেজিস্টার করবেন। রেজিস্টার করার পর তাঁরা নিজেদের অ্যাকাউন্টে লগইন করবেন, সমস্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিবরণ পূরণ করবেন এবং **২৬.০৮.২০২২ তারিখ বিকাল ৫টায়** বা তার আগে অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। আবেদনপত্র দাখিল করার আগে আবেদনকারীদের পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা প্রতিলিপি পৃথক পৃথক ফাইলে আপলোড করতে হবে এবং ওয়েবসাইট www.lpgvitarakchayan.in-এ উপলব্ধ ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড-এ অর্থপ্রদানের সুবিধার মাধ্যমে প্রযোজ্য অফেরতযোগ্য আবেদন ফি দাখিল করতে হবে। শেহেরি বিতরক, রারবাণ বিতরক, গ্রামীণ বিতরক এবং দুর্গম ক্ষেত্রীয় বিতরক-এর জন্য প্রযোজ্য অফেরতযোগ্য আবেদন ফি নীচে প্রদত্ত টেবিল ১ ও ২-তে দেওয়া হল ঃ

টেবিল ১ - শেহেরি বিতরক ও রারবাণ বিতরক অবস্থানের জন্য অফেরতযোগ্য আবেদন ফি

বিভাগ	অফেরতযোগ্য আবেদন ফি
ওপেন	১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) মাত্র**
ওবিসি	৫,০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) মাত্র
এসসি/এসটি	৩,০০০ টাকা (তিন হাজার টাকা) মাত্র

**বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শেহেরি বিতরক ও রারবাণ বিতরক-এর অধীনে ওপেন শ্রেণীর জন্য আবেদনকারী এসসি/এসটি প্রার্থীরা অফেরতযোগ্য আবেদন ফি হিসাবে ৩০০০ টাকা (তিন হাজার টাকা) জমা করতে পারেন। প্রার্থীদের আবেদন পত্রের নম্বর এবং যাচাই করা সংশ্লিষ্ট এসসি/এসটি সংশাপত্রের নম্বর জমা করতে হবে। পরে যদি দেখা যায় তথ্যগুলি ভারত সরকারের অনলাইন প্রদত্ত তথ্যের সাথে অমিল রয়েছে, তবে আবেদন পত্র বাতিল যোগ্য।

যেসব প্রার্থীরা ওবিসি শ্রেণীভুক্ত কিন্তু 'ওপেন' শ্রেণীর অবস্থানের জন্য আবেদন করছেন তাঁরা ওপেন প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য আবেদন ফি দাখিল করবেন।

টেবিল ২ - গ্রামীণ বিতরক ও দুর্গম ক্ষেত্রীয় বিতরক অবস্থানের জন্য অফেরতযোগ্য আবেদন ফি

বিভাগ	অফেরতযোগ্য আবেদন ফি
ওপেন	৮,০০০ টাকা (আট হাজার টাকা) মাত্র**
ওবিসি	৪,০০০ টাকা (চার হাজার টাকা) মাত্র
এসসি/এসটি	২,৫০০ টাকা (দুই হাজার পাঁচশো টাকা) মাত্র

**ওপেন বিভাগের গ্রামীণ বিতরক ও দুর্গম ক্ষেত্রীয় বিতরক অবস্থানের জন্য আবেদনকারী এসসি/এসটি প্রার্থীরা অফেরতযোগ্য আবেদন ফি হিসাবে ২৫০০ টাকা (দুই হাজার পাঁচশো টাকা) দাখিল করতে পারেন। এক্ষেত্রে ওবিসি শ্রেণীর প্রার্থীরা যাঁরা 'ওপেন' বিভাগের অবস্থানের জন্য আবেদন করছেন তাঁরা 'ওপেন' প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবেদন ফি দাখিল করবেন।

৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রার্থীদের ব্রোশিওর দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্র পূরণ করার পদ্ধতির বিষয়ে প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করার আগে মনোযোগ সহকারে প্রার্থীদের ব্যবহার বিধি - এলপিজি বিতরক 'চয়ন' দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যেটি **www.lpgvitarakchayan.in** পোর্টালে পাওয়া যাবে।

৪। অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করার পর কোন নথি বা আবেদনপত্রের মুদ্রিত প্রতিরূপ না চাওয়া হলে কোন অফিসে হাতে হাতে জমা করার প্রয়োজন নেই। পরবর্তীকালে লটারির মাধ্যমে প্রার্থী মনোনীত হলে যোগ্যতা যাচাইয়ের সময় সেই প্রার্থীকে প্রযোজ্যমতো নির্ধারিত যোগ্যতার শংসাপত্র (গুলি) দাখিল করতে হবে। প্রতিরক্ষা কর্মচারী শ্রেণীর জন্য আবেদনকারী প্রার্থীরা শংসাপত্র যাচাইয়ের সময় ডিরেক্টরেট জেনারেল রিসেটলমেন্ট (ডিজিআর) থেকে প্রাপ্ত যোগ্যতার শংসাপত্রের মূল কপি দাখিল করবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ব্রোশিওর দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৫। **সাধারণ শর্তাবলী**

(ক) কোন কারণ নির্দেশ ব্যতিরেকে নিজস্ব ইচ্ছানুসারে এই বিজ্ঞাপন বাতিল/প্রত্যাহার/সংশোধন বা আবেদনপত্র দাখিল করার নির্ধারিত তারিখ সম্প্রসারণ করার অধিকার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লি., ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি. বা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি. কর্তৃক সংরক্ষিত।

(খ) প্রার্থীরা একটি স্থানের জন্য শুধুমাত্র একটি আবেদন পত্রই জমা করতে পারবেন। যদি কোন ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি একটি স্থানের জন্য একাধিক আবেদন পত্র জমা হয় তাহলে সকল আবেদন পত্র একত্র করে কম্পিউটারে ড্র-য়ের জন্য একটি আবেদন পত্র হিসাবে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে সকল আবেদন পত্রের জন্য প্রদেয় অর্থ অফেরত যোগ্য।

(গ) কোন প্রার্থী বিভিন্ন অবস্থানের জন্য আবেদন করতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে প্রতিটি অবস্থানের জন্য অনলাইনে পৃথক আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে এবং প্রত্যেক আবেদনপত্রের সাথে প্রযোজ্য অফেরতযোগ্য আবেদন ফি জমা দিতে হবে।

(ঘ) আবেদনপত্রে আবেদনকারী কর্তৃক করা কোন বিবৃতি বা আবেদন অথবা পরবর্তী দাখিল করা কোন নথির ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে যদি প্রমাণিত হয় যে কোন তথ্য গোপন করা হয়েছে বা ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বা তা অসত্য বা যোগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে, সেক্ষেত্রে কোন কারণ নির্দেশ ব্যতিরেকে আবেদনপত্র বাতিল করা হবে এবং যদি আবেদনকারী ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে নিযুক্ত হয়ে থাকেন তাহলেও এক্ষেত্রে তাঁর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও অফেরতযোগ্য আবেদন ফি / সংশ্লিষ্ট তেল বিপণন কোম্পানীকে প্রদেয় সুরক্ষিত জমা অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। এসব ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ডিস্ট্রিবিউটরের নির্দিষ্ট অয়েল কোম্পানির কাছে কোনরকম দাবি থাকবে না।

(ঙ) এটি শুধুই একটি বিজ্ঞপ্তি অথবা বিজ্ঞাপন যা উপযুক্ত প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং এটি কোন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রদানের কোন প্রস্তাব নয়।

(চ) সমস্ত ধরনের যোগাযোগ **www.lpgvitarakchayan.in** -এর মাধ্যমে ই-মেল এবং /অথবা এসএমএস মারফৎ আবেদনকারীর রেজিস্ট্রিকৃত ই-মেল আইডি বা ফোন নম্বরে করা হবে।

(ছ) এটি সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যবসায়িক উপস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট অয়েল কোম্পানিতে কোন চাকরির আবেদন নয়। এটিতে ব্যবসার সাধারণ ঝুঁকি বর্তমান এবং এক্ষেত্রে নিশ্চিত লাভের প্রতিশ্রুতি নেই।

(জ) ইংরাজিতে ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনে যদি কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় তবে আঞ্চলিক ভাষায় প্রদত্ত নির্দেশ/তথ্য বহাল থাকবে।

(ঝ) ওয়েবসাইটে ও বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত বিবরণে যদি কোনো অসামঞ্জস্য দেখা যায় তবে বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি-তে প্রকাশিত বিবরণ বহাল থাকবে।

(ঞ) আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট/ডেবিট কার্ড অ্যাকাউন্ট/ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে কোন টাকা কেটে নিয়ে তা সংশ্লিষ্ট অয়েল কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত বা জমা হওয়ার জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লি., ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি. বা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি. কোনভাবে দায়ী থাকবে না।

(ট) আবেদনকারী তাঁর কোন একটি আবেদনপত্রের জন্য তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট/ডেবিট কার্ড অ্যাকাউন্ট/ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে অনলাইনে কোন অতিরিক্ত টাকা জমা করলে তা ফেরৎ দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লি., ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি. বা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি. কোনভাবে দায়ী থাকবে না।

(ঠ) অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিলম্বের জন্য OMCs কোন দায়িত্ব নেয় না যেমন সংযোগ সমস্যা, সাইট না পাওয়া এবং ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্যা। এই অ্যাকাউন্টে কোন দাবি মানা হবে না।

(ড) TTAADC-এর অধীনে সমস্ত জায়গার জন্য, যেখানে কোনও পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা নেই, ব্রোশারে "গ্রাম পঞ্চায়েত" শব্দটি, অনলাইন আবেদনপত্র এবং অন্যান্য সমস্ত অনলাইন নথিতে "ADC গ্রাম কমিটি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হবে। এইভাবে, অনলাইন নথি, আবেদন ফর্ম ইত্যাদিতে যেখানেই "গ্রাম পঞ্চায়েত" উল্লেখ করা হয়েছে, যে জায়গাগুলি পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার অধীনে পড়ে না এমন স্থানগুলির জন্য এটিকে গ্রাম হিসাবে পড়তে/গঠিত করতে হবে।